

প্রতিবেদন: বিশেষ অনুষন্ধান সেল, ব্ল্যাক লেন্স ২.০ (Black Lens 2.0) | **তথ্যউৎস:** সরকারের জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ও অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ডাটাবেস

কিন্তু সরকারি নথিপত্র আর জাতীয় ক্রয় পোর্টালের (e-GP) ভেতরের চিত্রটি ঠিক কতটা চোখ কপালে তোলার মতো? সেখানে গেলে দেখা যায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার নামে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার কেনাকাটার বিশাল পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। তবে সেই কেনাকাটার ভেতর লুকিয়ে আছে চরম সব অসংগতি—একই ফর্দ পরপর দুইবার তুলে দ্বিগুণ বাজেট দেখানো, কোনোরকম বাজার যাচাই ছাড়াই এক বছরে ব্যবধানে সবকিছুর দাম ঠিক **৪২.৫২ শতাংশ** বাড়িয়ে দেওয়া এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নলকূপের কাজকে হাসপাতালের কাঁচা চাপিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা।

ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সরকারি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (APP ID 215938) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান ভুঁইয়ার অনুমোদিত তালিকায় দেখা যায়, ৬টি আলাদা আলাদা খাতে কেনাকাটার পর হুবহু একই ফর্দ দ্বিতীয়বার তোলা হয়েছে:

একটি সেটের আসল বাজেট: ৬৩,৬৪,৭১৫ টাকা | দুই সেটে মোট প্রদর্শিত কৃত্রিম দায়বদ্ধতা: ১,২৭,২৯,৪৩০.০০

ই-জিপি অফিসিয়াল চুক্তি প্রমাণক ১: কসবা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ক্রয় পরিকল্পনায় একই ওষুধের ফর্দ Gr-2 ও GR-01 পরপর দুইবার হুবহু ২৬,২০,৭৬৫ টাকায় এন্টি

২. দ্বিতীয় ভোজবাজি: কোন জাদুবলে সবকিছুর দাম ঠিক ৪২.৫২% বাড়ল?

বাস্তব জগতে ওষুধের দাম যেভাবে বাড়ে, সুতির চাদরের দাম বা সিলের আলমারির দাম কি ছবছ একই হারে বাড়ে? সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে—না। পণ্যের মান, বাজারের চাহিদা এবং রোগী সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সরকারি প্রাক্কলন আলাদা হওয়ার কথা।

কিন্তু কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বাজেট দেখলে মনে হবে, কোনো এক জাদুকর অফিসে বসে কম্পিউটারের ক্যালকুলেটরে আগের বছরের সব খরচকে ঠিক **১.৪২৫২১২৬ গুণ (৪২.৫২%)** দিয়ে গুণ করে দিয়েছেন!

- ওষুধের বাজেট ২৬.২০ লাখ টাকা থেকে এক লাফে বেড়ে হলো **৩৭.৩৫ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)**।
- সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ১৪.৯৭ লাখ টাকা থেকে বেড়ে হলো **২১.৩৪ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)**।
- তুলা-গজ ৭.৪৮ লাখ থেকে বেড়ে হলো **১০.৬৭ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)**।
- বিছানার চাদর ও লিনেন ৭.৪৮ লাখ থেকে বেড়ে হলো **১০.৬৭ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)**।
- ল্যাবের কেমিক্যাল ৪.৪৯ লাখ থেকে বেড়ে হলো **৬.৪০ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)**।
- আসবাবপত্র ২.৯৯ লাখ থেকে বেড়ে হলো **৪.২৬ লাখ টাকা (+৪২.৫২%)**।

ই-জিপি অফিসিয়াল চুক্তি প্রমাণক ২: এক বছরে ২৬-২০ লাখ থেকে ৩৭.৩৫ লাখ টাকা—হুবহু ১.৪২৫২১২৬ গুণ (+৪২.৫২%) বৃদ্ধি বাজেট বৃদ্ধি

২০২৬-২০২৭ অর্থবছর: প্যাকেজ Gr-2 (ID: 1220958) প্রাক্কলিত বাজেট: ২৬.২০, ৭৬৪.০০ টাকা				
Package Details:				
Procurement Nature	Goods			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package No	UHC/Kasba/B Baria/e-Tender/2025-26/Gr-2			
Package Description	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.			
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
Single	Procurement of Non EDCL Medicine for the F.Y 2025-2026 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.	65.00	Items	2620765.00
Package Estimated Cost (In BDT)		2620765.00		

২০২৬-২০২৭ অর্থবছর: প্যাকেজ Gr-2/Ka (ID: 1439711) বাজেট: ৩৭.৩৫, ১৪৭.৫০ টাকা (ঠিক ৪২.৫২% বৃদ্ধি)				
Package Details:				
Procurement Nature	Goods			
Type of Emergency	Normal			
Advance Procurement (Package)	No			
Package No	UHC/Kasba/e-Tender/2026-2027/GR-2/Ka			
Package Description	Procurement of Non-EDCL Medicine for the F.Y 2026-2027 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.			
Lot No.	Lot Description	Qty	Unit	Estimated Cost (In BDT)
1	Procurement of Non-EDCL Medicine for the F.Y 2026-2027 at Upazila Health Complex, Kasba, Brahmanbaria.	1.00	Items	3735147.50
Package Estimated Cost (In BDT)		3735147.50		

ই-জিপি অফিসিয়াল চুক্তি প্রমাণক ২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৬.২০ লাখ টাকার ওষুধ ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কোনো বাজার সমীক্ষা ছাড়াই এক ক্লিকে ৩৭.৩৫ লাখ টাকা (+৪২.৫২%) বৃদ্ধি।

দশমিকের পর ছয় ঘর পর্যন্ত এই ছবছ একই গাণিতিক স্কেলিং প্রমাণ করে—কসবায় হাসপাতালে কতজন রোগী আসছে বা বাজারে আসল দাম কত, তার কোনো সমীক্ষাই করা হয়নি। স্রেফ ঘরে বসে টেবিল প্রাক্কলন করে সরকারি বাজেট ফাঁপানো হয়েছে।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন: হাসপাতালে ওষুধ না পেয়ে যখন রোগীকে বাইরে থেকে কিনতে হয়, তখন নথিপত্রে কোন যুক্তিতে এক বছরেই সব সামগ্রীর বাজেট ৪২.৫২% বাড়িয়ে দেওয়া হলো? এই বাড়তি টাকা কার পকেটে যাওয়ার জন্য ধার্য করা হয়েছিল?

৩. তৃতীয় ভোজবাজি: ৯ কোটি টাকার নলকূপ আর পায়খানা হাসপাতালের খাতায়!

কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নামে সরকারি পোর্টালে মোট ৪৩টি কেনাকাটার তালিকা দেখানো হয়েছে, যার বাজেট **১৩ কোটি ৬৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা**। সাধারণ মানুষ ভাববেন, হাসপাতালটির উন্নয়নে বুঝি কত টাকাই না বরাদ্দ হয়েছে!

মিস্ত্রি তথ্য ঘেঁটে দেখা গেল, এই সাড়ে ১৩ কোটির মধ্যে **প্রায় ৯ কোটি টাকাই (৬৪.৬৯%)** হাসপাতালের কাজ নয়! এগুলো স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন **জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE)** রাস্তাঘাটে টিউবওয়েল বসানো, বিদ্যালয়ের পানি পরীক্ষা এবং গ্রামীণ ল্যাট্রিন নির্মাণের কাজ। এমনকি ডিপিএইচই-এর একটি টিউবওয়েল প্রকল্পেও (PSWSC-5937) একই ফর্দ দুইবার লিখে **১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার ডব্লিউকেশন** (মোট ৩ কোটি ১৪ লাখ) করা হয়েছে!

[illegible]

ই-জিপি ডাটাবেস ও চুক্তি প্রমাণক ৩: স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ড্রপডাউনে ডিপিএইচই-এর কাজ এবং একই নলকূপের কাজ PSWSC-5937 পরপর দুইবার এন্ট্রি (১.৫৭ কোটি $\times$ ২ = ৩.১৪ কোটি)।

কেন এই জগাখিচুড়ি? জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের কাজ হাসপাতালের খাতায় ঢুকে থাকায় দুটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে: এক, সাধারণ মানুষ ভাবছেন হাসপাতালের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু তারা সেবা পাচ্ছেন না। দুই, টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিনের কোটি কোটি টাকার বাস্তব কাজ কোথায় হচ্ছে, তার আসল জবাবদিহিতা হারিয়ে গেছে।

৪. হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো ৪টি সরাসরি প্রশ্ন: কেন মিলছে না উত্তর?

পেশাদার সাংবাদিকতা ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে 'ব্ল্যাক লেন্স ২.০' (Black Lens 2.0)-এর সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ মেহেদী হাসান-এর পক্ষ থেকে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (UH&FPO) ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান টুইয়া-কে সরকারিভাবে বিস্তারিত তথ্য অনুসন্ধানের চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলোর কোনো জবাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মেলেনি।

প্রশ্ন ১: একই ফর্দ দুইবার ঢুকিয়ে ১ কোটি ২৭ লাখ টাকা দেখানোর রহস্য কী?

যেখানে প্রকৃত ওষুধের চাহিদা ছিল ৬৩ লাখ ৬৪ হাজার ৭১৫ টাকা, সেখানে একই বিবরণ ও একই দাম ধরে দ্বিতীয়বার প্যাকেজ (GR-01 থেকে GR-06) অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১ কোটি ২৭ লাখ ২৯ হাজার ৪৩০ টাকার দ্বৈত দায়বদ্ধতা তৈরির পেছনের প্রশাসনিক কারণ কী? প্রথম দরপত্র কি বাতিল হয়েছিল? বাতিল হলে তা সিস্টেমে প্রত্যাহার না করে গোপনে ফেলে রাখা হলো কেন?

প্রশ্ন ১: একই ফর্দ দুইবার ঢুকিয়ে ১ কোটি ২৭ লাখ টাকা দেখানোর রহস্য কী?

যেখানে প্রকৃত ওষুধের চাহিদা ছিল ৬৩ লাখ ৬৪ হাজার ৭১৫ টাকা, সেখানে একই বিবরণ ও একই দাম ধরে দ্বিতীয়বার প্যাকেজ (GR-01 থেকে GR-06) অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১ কোটি ২৭ লাখ ২৯ হাজার ৪৩০ টাকার দ্বৈত দায়বদ্ধতা তৈরির পেছনের প্রশাসনিক কারণ কী? প্রথম দরপত্র কি বাতিল হয়েছিল? বাতিল হলে তা সিস্টেমে প্রত্যাহার না করে গোপনে ফেলে রাখা হলো কেন?

প্রশ্ন ২: ৪২.৫২ শতাংশ জাদুকরি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? রোগী দেখার খাতা কোথায়?

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি জিনিসপত্রে (ওষুধ, লিনেন, ল্যাব কেমিক্যাল, ফার্নিচার) দশমিকের পর ছবছ একই হারে (+৪২.৫২%) বাজেট বাড়ানোর পেছনে বাজারদর যাচাই কমিটির কোনো আনুষ্ঠানিক রেজোলিউশন বা চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যার কোনো সমীক্ষা কি রয়েছে? নাকি এটি স্রেফ এক্সেল শিটে বসে তৈরি করা কাল্পনিক প্রাক্কলন?

প্রশ্ন ২: ৪২.৫২ শতাংশ জাদুকরি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? রোগী দেখার খাতা কোথায়?

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি জিনিসপত্রে (ওষুধ, লিনেন, ল্যাব কেমিক্যাল, ফার্নিচার) দশমিকের পর ছবছ একই হারে (+৪২.৫২%) বাজেট বাড়ানোর পেছনে বাজারদর যাচাই কমিটির কোনো আনুষ্ঠানিক রেজোলিউশন বা চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যার কোনো সমীক্ষা কি রয়েছে? নাকি এটি স্রেফ এক্সেল শিটে বসে তৈরি করা কাল্পনিক প্রাক্কলন?

প্রশ্ন ৩: অন্য দপ্তরের ৯ কোটি টাকার কাজ হাসপাতালের তালিকায় কেন? বিভ্রান্তি দূর করেননি কেন?

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নামে দেখানো মোট বাজেটের প্রায় ৬৫ শতাংশই (৮ কোটি ৮২ লাখ টাকা) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) সিভিল কাজ। ভিন্ন একটি দপ্তরের কাজ হাসপাতালের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবার বাজেট মূল্যায়নে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এই প্রযুক্তিগত ভুল দূর করতে সিভিল সার্জন বা সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটকে (CPTU) কেন আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি?

প্রশ্ন ৩: অন্য দপ্তরের ৯ কোটি টাকার কাজ হাসপাতালের তালিকায় কেন? বিভ্রান্তি দূর করেননি কেন?

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নামে দেখানো মোট বাজেটের প্রায় ৬৫ শতাংশই (৮ কোটি ৮২ লাখ টাকা) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (DPHE) সিভিল কাজ। ভিন্ন একটি দপ্তরের কাজ হাসপাতালের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবার বাজেট মূল্যায়নে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এই প্রযুক্তিগত ভুল দূর করতে সিভিল সার্জন বা সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটকে (CPTU) কেন আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি?

প্রশ্ন ৪: সেন্ট্রাল স্টোরেজের হিসাব কী? রোগীরা কেন হাসপাতালে ওষুধ পান না?

সাধারণ দরিদ্র রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত নন-ইডিসিএল ওষুধ, ল্যাবরেটরির রাসায়নিক ও চাদর-বালিশ সঠিক রোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হাসপাতালের সেন্ট্রাল স্টোর, বিতরণ রেজিস্টার ও লস্ট্রি খাতা অডিটে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কীরূপ? বাস্তবে স্টোরে কতটুকু ওষুধ ঢুকেছে এবং কতটুকু রোগীরা পেয়েছেন?

প্রশ্ন ৪: সেন্ট্রাল স্টোরেজের হিসাব কী? রোগীরা কেন হাসপাতালে ওষুধ পান না?

সাধারণ দরিদ্র রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত নন-ইডিসিএল ওষুধ, ল্যাবরেটরির রাসায়নিক ও চাদর-বালিশ সঠিক রোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হাসপাতালের সেন্ট্রাল স্টোর, বিতরণ রেজিস্টার ও লস্ট্রি খাতা অডিটে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কীরূপ? বাস্তবে স্টোরে কতটুকু ওষুধ ঢুকেছে এবং কতটুকু রোগীরা পেয়েছেন?

[illegible]

৫. ডিপিএইচই নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছেও রয়েছে ৫টি কড়া প্রশ্ন

একইভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ রাশিদুল আলম-এর কাছেও কসবার প্রকল্পগুলো নিয়ে ৫টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল:

- ১. **ডাবল প্যাকেজের রহস্য:** প্যাকেজ PSWSC-5937-এ একই নলকূপের কাজ দুইবার এন্ট্রি করে ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার দ্বিগুণ হিসাব (মোট ৩ কোটি ১৪ লাখ) দেখানোর পেছনের সত্য কী? কার্যাদেশ (NOA) কাকে দেওয়া হয়েছে?
- ২. **দাতা সংস্থার টাকায় কোটেশনের খেলা:** বিশ্বব্যাংক ও ইউনিসেফের টাকায় কসবা ও আখাউড়ার ২১৭টি স্কুলের পানি পরীক্ষা (প্যাকেজ PEDP4/WQS-302) উন্মুক্ত দরপত্রে না দিয়ে মাত্র ৪.৫০ লাখ টাকা ধরে গোপনে কোটেশন (RFQ) পদ্ধতিতে দেওয়া হলো কেন?
- ৩. **একক ব্যয়ে ১৮ হাজার টাকার ভারতম্য:** ২০২৪-২৫ সালে নলকূপ প্রতি খরচ ধরা হলো ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা, অথচ ২০২৬-২৭ সালে তা কমে হলো ১ লাখ ১২ হাজার টাকা—একই উপজেলায় নলকূপ প্রতি ১৮ হাজার টাকার এই গরমিলের ভিত্তি কী?
- ৪. **নলকূপের বাস্তব অস্তিত্ব:** বাস্তবায়িত বলা ১২০টি (বা ২৪০টি) নলকূপের সঠিক জিপিএস অবস্থান ও সুবিধাভোগীদের প্রত্যয়িত তালিকা কোথায়?
- ৫. **২০০টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট:** প্যাকেজ PSWSC-5953/5-এর আওতায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০০টি আয়রন প্ল্যান্ট স্থাপনের সুনির্দিষ্ট স্থান নির্বাচনের প্রক্রিয়া কী?

৬. আইন ও বিধিমালার সন্দেহভাজন লঙ্ঘন (PPR 2008)

- পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৭ (প্যাকেজ কৃত্রিম বিভাজন): অনুমোদন সীমা ও প্রতিযোগিতা এড়াতে একই ক্যাটাগরির সামগ্রীকে একাধিক ক্ষুদ্র লটে বিভক্ত করা হয়েছে।
- পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ৬৯ (RFQ সিলিং ফাঁকি): আন্তর্জাতিক অনুদানভুক্ত প্রকল্প ৫ লাখের সিলিং-এর ঠিক নিচে রেখে কোটেশন পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে।
- পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ৮ (APP ক্রটিপূর্ণ রাখা): বাতিল দরপত্র প্রত্যাহার না করে একই অর্থবছরে একাধিক ভুয়া প্যাকেজ ডাটাবেসে সক্রিয় রাখা বিধিবিহীন।

জনস্বার্থে দাবি ও উপসংহার: অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন

সরকারি ক্রয় আইন (PPA-2006) ও সরকারি ক্রয় বিধিমালা (PPR-2008) প্রণয়ন করা হয়েছিল জনগণের ট্যাক্সের প্রতিটি পয়সার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে। কিন্তু কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে যা ঘটছে, তা কেবল প্রশাসনিক অদক্ষতা নয়; বরং এর পেছনে গভীর কোনো আর্থিক কারসাজি ও অনিয়মের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

যখন একজন দরিদ্র মা তার অসুস্থ সন্তানের জন্য জরুরি অ্যান্টিবায়োটিক হাসপাতালে না পেয়ে চোখে জল নিয়ে ফিরে যান, তখন সরকারি নথিতে কোটি টাকার ওষুধ কেনাকাটার দ্বৈত হিসাব তৈরি হওয়া কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

জরুরি নাগরিক দাবি: দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেন্ট্রাল স্টোর, রোগীদের প্রেসক্রিপশন বিতরণ খাতা এবং এই রহস্যজনক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ফাইলগুলো জব্দ করে একটি উচ্চপর্যায়ের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা।